দৈনিক বাংলা

তারিখ 18 AUG 1994
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৭

21

সবার জন্য শিক্ষা কর্মসূচী

স্কুলে যাবার উপযোগী ৮৪ শতাংশ শিশু ভর্তি হয়েছে

মিডিয়া- সিন্ডিকেট ঃ 'সবার জন্য শিক্ষা' কর্মসূচী সফল করার জন্য সর্বাত্মক উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে স্কুল গমনোপযোগী শতকরা ৮৪ ভাগ শিশু স্কুলে ভর্তি হয়েছে। জোরদার করা হয়েছে সাক্ষরতা কর্মসূচী। সরকারী উদ্যোগের পাশাপাশি ৩শ' ৫০টির মত এনজিও দেশব্যাপী উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম চালাচ্ছে। কোন ধরনের বিঘ্ন না ঘটলে দু' হাজার সালের মধ্যে নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব হবে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্র আশাবাদজানিয়েছে।

সূত্র মতে, সরকার দেশ থেকে নিরক্ষরতার অভিশাপ দূর করতে বদ্ধপরিকর। প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। শতকরা ৬২ ভাগ মানুষকে সাক্ষর করা; ৯৫ ভাগ শিশুকে স্কুলে ভর্তি এবং ৭০ ভাগের প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করার লক্ষ্য নির্ধারণ করে ঘোষণা করা হয় 'সবার জন্য শিক্ষা' কর্মসূচী।

এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রধানমন্ত্রীর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে 'প্রাথমিক ও গণশিক্ষা' বিভাগ নামে পৃথক বিভাগ স্থাপন করা হয়। জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণ, স্কুলের সংখ্যা বৃদ্ধি, স্কুল গমনোপযোগী শিশুকে স্কুলে না পাঠালে শাস্তির বিধান এবং প্রতি থানার একটি ইউনিয়নে 'শিক্ষার জন্য খাদ্য' কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। এর ফলে স্কুল গমনোপযোগী শিশুর সংখ্যা ৫৩ ভাগ থেকে ৮৪ ভাগে উন্নীত হয়েছে।

সূত্র মতে, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচীর অধীনে সরকার বর্তমান অর্থ বছরে ১১ হাজার ১৫টি বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়কে রেজিস্ট্রেশন দিয়েছে। এসব স্কুলের ৪ জন শিক্ষককে মাসিক ৫শ' টাকা করে অনুদান দেয়া হচ্ছে। প্রতি ইউনিয়নে একটি করে মাদ্রাসার ৪ জন শিক্ষককেও দেয়া হচ্ছে অনুরূপ অনুদান। এখনো রেজিস্ট্রেশনের জন্য প্রায় ৫ হাজারের বেশী দরখাস্ত সরকারের সক্রিয় বিবেচনাধীন।

সরকার সর্বাধিক গুরুত্ব দিচ্ছে 'ড্রপ আউট' ও 'লেফট আউটদের' ব্যাপারে। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, ঝরে পড়া ছাত্রদের সংখ্যা অনেক কমেছে। তাছাড়া প্রাথমিক পর্যায় শেষ করার পর যারা আর স্কুলে যেত না, (লেফট আউট) তাদের সংখ্যাও অনেক হ্রাস পেয়েছে। বয়স্ক শিক্ষার হার শতকরা ৩২ দশমিক ৮ ভাগ থেকে ৬২ ভাগে উন্নীত করার জন্য উপ আনুষ্ঠানিক শিক্ষা বিস্তার কার্যক্রম (ইনফেপ) নামে পাইলট প্রজেক্ট গ্রহণ করা হয়। ইনফেপ বয়স্ক ও কিশোর-কিশোরীর শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে মৌলিক (প্রাথমিক শিক্ষা) ও প্রাক প্রাইমারী শিক্ষা বিস্তারের জন্য কাজ করছে। সরকারী প্রচেষ্টার পাশাপাশি সাড়ে তিন শত এনজিও এক্ষেত্রে কর্মরত বলে সূত্র জানায়।

এদিকে সরকারের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে পরিচালিত বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রম এগিয়ে চলেছে। এতে চারটি বিভাগে ১৬৮টি এনজিও কাজ করছে। ৬৪ জেলার ৭৯ থানায় এ কার্যক্রম চলছে। এবার ১৮ হাজার ২শ' ৩৭টি নতুন শিক্ষা কেন্দ্র খোলা হবে। '৯৫-এর ডিসেম্বরের মধ্যে এ পাইলট কর্মসূচীর অধীনে ১৬ লাখ লোককে সাক্ষর করা হবে। কর্তৃপক্ষ এবং ইউনিসেফ ইনফেপের কার্যক্রমের পৃথক পৃথকভাবে মূল্যায়ন করছে। এনফেপের সাফল্যে সরকার ও দাতা দেশ উৎসাহী হয়ে ওঠেছে। '৯৬-এর জানুয়ারীতে সারা দেশে কর্মসূচী নিয়ে নতুন কার্যক্রম শুরু হবে বলে কর্তৃপক্ষ আশা করছেন।